চাষবাস

ডাকবাক্স

চিঠি পাঠান: চাষবাস
২০, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২
নাম ও ঠিকানার সঙ্গে ই-মেল
chashbas@sangbadpratidin.in

আবহাওয়া

২২ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রযোজ্য আগাম আবহাওয়া বার্তা ও কৃষি উপদেষ্টা:

আগামী দিনগুলোতে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮.৮ থেকে ৩২.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতে পারে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯.৪ থেকে ২১.৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতে পারে। আকাশ পরিষ্কার থাকতে পারে। সকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০ থেকে ৮৪ শতাংশ এবং বিকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ২৮ থেকে ৩৫ শতাংশ থাকতে পারে। বাতাস ৬ থেকে ৯ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় দক্ষিণ-পশ্চিমদিক থেকে বইতে পারে।

সুপার ফুডই সুস্থতার চাবি

বসন্তকালে অ্যালার্জি জাতীয় রোগের সংক্রমণ বেশি হয়। জ্বর, সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। হাম, পক্স, চোখের নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করাটা এই সময় বেশ চ্যালেঞ্জিং। বসন্ত ঋতুতে আমাদের দৈনিক খাদ্য তালিকায় 'সুপার ফুড'-এর সংযোজন করা খুব জরুরি। লিখেছেন ব্রেনওয়্যার ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ এগ্রিকালচারের সহকারী অধ্যাপক ড. সৌরভ রায় ও মধুশ্রী প্রামাণিক।

শেষ পর্ব

নিম পাতা
নিম (Azadirachta indica) পাতায় বিদ্যমান অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি-ভাইরাল ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

কাঁচা হলুদ
Curcuma longa বা হলুদের অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণাবলী সর্দি ও চর্ম রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া যকৃতের সমস্যাতেও কাঁচা হলুদ ব্যবহার করা হয়।

সজনে
সজনে (Moringa oleifera) ডাঁটায় রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সব ভিটামিন এবং খনিজ। এর পাতায় কমলার চেয়েও ৭ গুণ বেশি ভিটামিন

সি এবং কলা থেকে ১৫ গুণ বেশি পটাসিয়াম রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, আয়রন, এবং অ্যামিনো অ্যাসিড। এসব উপাদান শরীরিক বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি দেয়।

শাক
পালং শাক এবং সর্ষের মতো সবুজ শাককে ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের ভাল উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শীতে জয়েন্টের ব্যথায় দারুণ উপশম দেয় এই সব শাক। এতে প্রচুর পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন পাওয়া যায়, যা আমাদের হাড় ও চোখের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর মধ্যে গ্লুকোসিনোলেটস নামক ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট আমাদেরকে ফ্রি র‍্যাডিকেলের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে

আমলকি
ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আমলকি (Phyllanthus emblica) শুধুমাত্র একটি দুর্দান্ত ডি-টক্সিফাইং এজেন্ট নয়, এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়। এতে উপস্থিত মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে রোগ থেকে রক্ষা করতে কাজ করে।

রসুন
Allium sativum বা রসুনে থাকে অ্যালিসিন, যার আছে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণ। পাকস্থলীর সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেতে রসুনের গুরুত্ব আছে।

স্পিরুলিনা
এটি এক ধরনের নীলাভ সবুজ শৈবাল। অনেকটা শ্যাওলার মতো দেখতে। আর এটি জন্মায়ও জলের মধ্যে। এর প্রোটিন কনটেন্ট হাই। ভিটামিন বি, ম্যাঙ্গানিজও থাকে প্রচুর পরিমাণে। তাই স্পিরুলিনা রোজকার খাদ্য তালিকায় রাখতে পারলে শরীরের জন্য অনেকটাই ভাল।

ডাবের জল
একে প্রাকৃতিক হেল্থ ড্রিঙ্ক বলা যেতে পারে। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন (থায়ামিন, রাইবোফ্লাভিন, নিয়াসিন, ভিটামিন সি ও মিনারেলস (ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ) থাকে। ১০০ মিলিলিটার ডাবের জলে প্রায় ১৯ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। তাই শরীরে ইনস্ট্যান্ট শক্তি বাড়াতেও এর জুড়ি নেই।

বাদাম
আখরোট, আমন্ড, পেস্তা ইত্যাদি বাদামে কিন্তু একইসঙ্গে ফ্যাট, ফাইবার ও প্রোটিন পাওয়া যায়। বাদামের ফ্যাট মোনোস্যাচুরেটেড, তার সঙ্গেই ওমেগা থ্রি ও সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে।

মেষ পালনে দ্বিগুণ মুনাফা

কৃষিপ্রধান দেশে স্বনিযুক্তির বিভিন্ন দিকের মধ্যে মেষ বা ভেড়া পালন অন্যতম। সাধারণত মাংস ও পশম বা উলের জন্য ভেড়ার চাষ করা হয়। অল্প মূলধন ও অল্প জায়গায় ভেড়ার চাষ করা যায়। এতে ঝুঁকি কম অথচ লাভ সুনিশ্চিত। আকারে ছোট, দেখতে সুন্দর ও শান্ত স্বভাবের হওয়ায় বাড়ির সকল সদস্যই ভেড়ার পালন করতে পারেন। উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করলে ভেড়ার রোগব্যাধিও অপেক্ষাকৃত কম হয়। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক সুমনকুমার সূত্রধর ও ড. পার্থসারথি চক্রবর্তী।

শেষ পর্ব

ওর্ফ বা কন্টাজিয়াস একথাইমা
লক্ষণ : এটি প্যারাপক্স ভাইরাস ঘটিত একটি ছোঁয়াচে রোগ। এই রোগে সাধারণত প্রাণীটির মুখের চারদিকে ঘা এবং লালচে ফুসকুড়ি হয়। পরে এইগুলি থেকে পুঁজ বের হয়। পুঁজ বের হয়ে গেলে এগুলি শুকিয়ে মামড়িতে পরিণত হয় এবং পরে তা ঝরে পড়ে যায়। মুখে ঘা হওয়ার জন্য প্রাণীটি খেতে পারে না ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
চিকিৎসা : ঘা-তে জীবাণুনাশক মলম যেমন- হিমাক্স, সোরিন, ওকাডিন প্রভৃতি লাগালে উপকার পাওয়া যায়। দিনে দুই থেকে তিনবার ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খাওয়াতে হবে।

এন্টারোটক্সিমিয়া
লক্ষণ : ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফ্রিঞ্জেন্স (Clostridium perfringens) নামক ব্যাকটিরিয়া এই রোগের কারণ। শ্বাসকষ্ট হয়। পেট ফুলে থাকে এবং যন্ত্রণা হয়, ফলে প্রাণীটি ছটফট করে। পরে পাতলা পায়খানা হয়। মাংসপেশি কাঁপতে থাকে এবং টান ধরে। বাচ্চা পশু এই রোগে আক্রান্ত হলে মারা যায়।
চিকিৎসা : এই রোগ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ টিকাকরণ। তিন মাস বয়সের বাচ্চাকে প্রথম টিকা দেওয়া হয়।

ভিব্রিওসিস বা ক্যাম্পাইলো ব্যাকটিরিওসি
লক্ষণ : ক্যাম্পাইলো ব্যাক্টার ফিটাস নামক ব্যাক্টিরিয়া এই রোগের কারণ। ভেড়ার চার মাস গর্ভাবস্থায় গর্ভপাত হয়ে যায়, তবে ফুল পড়তে দেরি হয় না। জরায়ু, সারভিক্স এবং ভ্যাজাইনা ফুলে গিয়ে ঘা হয়ে যায়। মৃত বাচ্চার পেটে জল জমতেও দেখা যেতে পারে।
চিকিৎসা : অ্যামক্সিসিলিন ক্লক্সাসিলিন, অ্যাম্পিসিলিন ক্লক্সাসিলিন, জেন্টামাইসিন বা ইউনিমাইসিন ইনজেকশন পরপর এক সপ্তাহ দিতে হবে। গর্ভপাত হলে জরায়ুর ভিতরে পভিডন আয়োডিন বা সেফালেক্সিন দিয়ে জায়গাটি পরিষ্কার করতে হবে। গর্ভপাত হওয়া প্রাণীকে কম করে তিন মাস আর প্রজনন করানো যাবে না।

ভেড়া পালনের সুবিধা
ভেড়া থেকে একই সাথে মাংস ও পশম পাওয়া যায়। জায়গা না থাকলে গরু ও ছাগলের সাথে ভেড়া পালন করা যায়। এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই জোগাড় করতে পারে। ভেড়া পালনে প্রাথমিক খরচ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এদের মলমূত্র জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এরা জমির আগাছা খেয়ে উপকার করে এবং জলাশয়ের ঘাস চরে খেতে পারে। ভেড়ার রোগ-ব্যাধি অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা তুলনামূলক কম হয়। আর একটি বড় সুবিধা হল, ভেড়া দলবদ্ধভাবে বসবাস ও বিচরণ করে। সুতরাং চরানোর জন্য বাড়তি কর্মীর প্রয়োজন নেই। অপেক্ষাকৃত কম খেয়ে অধিক মাংস ও পশম উৎপাদন করে।

বাচ্চা ও প্রশিক্ষণের হালহকিকত
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতর থেকে ভেড়া চাষের যাবতীয় খুঁটিনাটি আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়াও নিজ নিজ ব্লকে বিএলডিও-র সাথে যোগাযোগ করলে এই সংক্রান্ত তথ্য পেয়ে যাবেন।

গ্রাফটিংয়ের কামাল

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে গ্রাফটিং নতুন পদ্ধতি না হলেও এর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে এর ভূমিকা অপরিহার্য। অনেক রকম উপায়ে চাষিরা গ্রাফটিং করে তাদের ফলন বা উৎপাদন বাড়াতে পারেন, আপাতদৃষ্টিতে এই পদ্ধতি একটু সময়সাপেক্ষ হলেও এর প্রযুক্তি সুদূরপ্রসারী। লিখেছেন মেঘালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সৈকত মজুমদার।

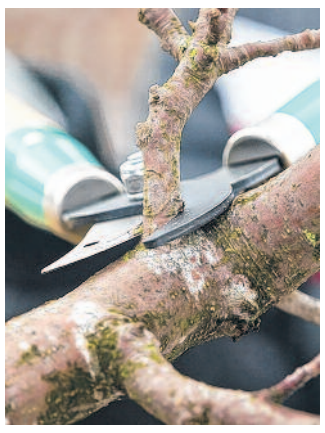

কিছু গ্রাফটিং পদ্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো যাতে চাষিভাইরা উপকৃত হতে পারেন। এখানে বিভিন্ন গাছে কিভাবে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে কলম করা যাবে, সেই নিয়ে আলোচনা করবো।
কলম, Soft Wood cutting, Air Layering, Patch Budding, Chip Budding, T- Budding, Stone Grafting, Inarch Grafting এই সব নানা রকমের প্রযুক্তি অনুসরণ করা যেতে পারে। আমরা কিছু প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করবো।

গুটি কলম পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় উপকরণ
আম গাছের ডাল, ছুরি বা কাঁচি, গ্রাফটিং টেপ বা পরিষ্কার প্লাস্টিক টুকরো, জল, গোবর মাটি।
খুব সাধারণ ভাবে আমরা আম, লিচু, পেয়ারা গাছে কলম করে থাকি। এছাড়া জবা, গোলাপ সহ বিভিন্ন ফুল গাছেও কলম করে থাকি।
চাষিভাইরা বেশ কিছু সময় কলম করে ব্যর্থ হন, সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করার জন্য। এখানে খুব সহজে কি করে আম গাছে কলম করা যাবে সেই নিয়ে আলোচনা করা হল। নিম্নের পদ্ধতি অনুসরণ করলেই ভাল ফল পাওয়া যাবে।

১) প্রথমে একটি ভাল জাতের আম গাছের ডাল নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে আম গাছের ডালটি যাতে খুব বেশি বয়স্ক না হয়। ডালটি সূর্যালোক খুব ভাল ভাবে পেয়েছে কিনা আর ডালটিতে ফলন হয়েছে কিনা তা দেখে নিতে পারলে খুব ভাল হয়।
২) এবার ডালটির দুটো গিঁট বেছে নিয়ে পাতা গুলো কেটে ফেলতে হবে। পরিষ্কার ছুরি বা ব্লেড দিয়ে দুটো গিঁটের জায়গা দাগ দিয়ে নিতে হবে।
৩) এবার দুটো গিঁটের মাঝখানের জায়গার ছাল বা বাকল খুব ভাল করে ছুরি বা চাকু দিয়ে ছুলে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে ওই জায়গায় যেন একটুও বাকল না থাকে। যদি একটুও ছাল বা বাকল থাকে তাহলে শিকড় গজাতে সমস্যা হবে।
৪) ছুরি দিয়ে ভাল করে চারিদিকের ছাল ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে হবে।
৫) ভাল মাটি নিয়ে অল্প পরিমাণ গোবর সার একসঙ্গে করে ওই দুটো গিঁটের মাঝখানে দুহাত দিয়ে খুব ভাল করে চেপে লাগিয়ে দিতে হবে। দেখতে হবে যাতে হাওয়া না ঢুকতে পারে। হাওয়া ঢুকে গেলে শিকড় গজাবে না।
৬) রুট প্রমোটিং হরমোন প্রয়োগ করতে হবে, যাতে শিকড় বিনা বাধায় জন্মাতে পারে।
৭) এবার এই জায়গাটা ভাল করে গ্রাফটিং টেপ বা পরিষ্কার প্লাস্টিক দিয়ে চারিদিক ঢেকে দিতে হবে।
৮) এবার জায়গাটা দড়ি দিয়ে ভাল করে বেঁধে দিতে হবে। মাঝখানের বাঁধনটা একটু হালকা রাখতে হবে।
৯) এই জায়গাটায় ভাল করে জল দিতে হবে। আর এই ভাবে ২৫-৩০ দিন রেখে দিতে হব।
১০)২৫-৩০ দিন পর প্লাস্টিক বা টেপটা কেটে দেখে নিতে হবে শিকড় গজিয়েছে কিনা। যদি সঠিক পদ্ধতিতে করা যায় দেখা যাবে শিকড় গজিয়েছে।
১১)এবার ডালটি মাটি সমেত কেটে নেওয়ার পালা। ডালটি কেটে মাটিতে লাগাতে হবে। আর ঠিক ৮-৯ মাসের মাথায় ডালটি থেকে ফলন শুরু হবে। যেটা আকারে বড় ও স্বাদে অতুলনীয় হবে।
এই ভাবে চাষিভাইরা আম গাছের গুটি কলম করতে পারেন ও ভাল ফলন পেতে পারেন।

সফ্ট উড কাটিং পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় উপকরণ
রুট প্রমটিং হরমোন (Arodex 1), সীড রাখার বাটি বা টব, নতুন ব্লেড, পরিষ্কার বালি, ভাল মানের মাটি, ভাল দেখে একটি কম বয়সি গাছের ডালের অংশ যেটির সফ্ট উড কাটিং করা হবে।

১) প্রথমে একটি টব নিয়ে তার নিচের গর্ত গুলো ছোট ছোট ইটের টুকরো দিয়ে আটকে দিতে হবে। একটু ভিজে সাদা বালি আর মাটি দিয়ে ভাল করে চেপে টব প্রস্তুত করে রাখতে হবে।
২) রুট প্রমটিং হরমোন (Arodex 1) নিয়ে আড়াআড়ি ভাবে কাটা গাছের ডাল নিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে
৩) এবার প্রস্তুত করা টবের মধ্যে গাছের অংশটি বসিয়ে দেওয়ার পালা।
৪) ১৩- ১৫ দিনের মাথায় শিকড় আসা শুরু করবে।
৫) ১৫ দিন পর শিকড় বেরোনো গাছের অংশটি অন্য একটি টব যেটা উর্বর মাটি দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে বসিয়ে দিতে হবে।
৬) এখন গাছের চারা তৈরি।
গাছের ডাল কাটা যদি বর্ষা কলে হয়ে থাকে তাহলে খুব ভাল হয়, সাধারণত জবা, গোলাপ এই ধরনের গাছে সফ্ট উড কাটিং করা যেতে পারে।

'T Budding' পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় উপকরণ
গোলাপ গাছের ডাল, ছুরি বা কাঁচি, গ্রাফটিং টেপ বা পরিষ্কার প্লাস্টিক টুকরো, জল, হাইড্রোজেন পার অক্সাইড।
১)হাইড্রোজেন পার অক্সাইড দিয়ে ভাল করে ছুরি ধুয়ে নিতে হবে।
২) এবার এক মাস বয়সী গোলাপ গাছের ডালটি নিতে হবে যাতে আমরা 'bud-ding' করবো। সেই ডালটি ভাল করে পাতা ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
৩) কলম করার ঠিক ১- ২ আগে থেকে খুব ভাল করে গাছে জল দিতে হবে। এতে গাছ মাটি থেকে রস ভাল ভাবে সংগ্রহ করতে পারবে।
৪) গোলাপের যে ডালে কলম করা হবে সেই ডালের ২ ইঞ্চি মত বাকল খুব সাবধানে 'T' আকৃতি করে দুদিকে ফাঁকা করে কেটে নিতে হবে।
৫) বাকলটি দুদিকে ফাঁকা করে কেটে নেওয়ার পর এটিকে বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। তাতে এটি শুকিয়ে যাবে। এর ফলে কলম করার সময় সমস্যা হতে পারে।
৬) এবার অন্য প্রজাতির একটি গোলাপের ডাল নিয়ে সেখান থেকে চোখ সংগ্রহ করতে হবে।
৭) একটি পরিষ্কার ব্লেড নিয়ে ডালটির যে অংশে চোখ আছে সেখানে ২ ইঞ্চি উপরে ও ২ ইঞ্চি নীচ পর্যন্ত খুব সাবধানে বাকল ছাড়িয়ে নিতে হবে।
৮) এবার বাকল থেকে শক্ত ডালের কাঠ অংশটি আলাদা করে নিতে হবে। আলাদা করার পর ১ ইঞ্চি করে উপরে নিচে কেটে নিতে হবে ।
৯) আগে থেকে 'T' আকৃতির মত করে কেটে নেওয়া গোলাপ গাছের ডালটিতে খুব সাবধানে অন্য প্রজাতির গোলাপ ডালের চোখ যুক্ত বাকলটিকে বসিয়ে দিতে হবে।
১০) এবার এই জায়গাটা গ্রাফটিং টেপ দিয়ে ভাল করে মুড়িয়ে পেঁচিয়ে দিতে হবে। গ্রাফটিং টেপ না পেলে পরিষ্কার প্লাস্টিক দিয়েও এই কাজ করা যেতে পারে।
১১)বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে যাতে চোখের জায়গাটা খোলা থাকে। চোখের জায়গাটা বাদ দিয়ে ভাল করে টেপ দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।
১২) টেপ দিয়ে বাঁধার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে হাওয়া না ঢুকে যায়। তাতে কলম পদ্ধতিতে ক্ষতি হবে।
১৩) এই কলম করার উপযুক্ত সময় নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। চাষিভাইরা মার্চ মাসেও করতে পারেন। তবে এর থেকে বেশি দেরি করা উচিত নয়।
১৪) দুদিনের মাথায় জল দেওয়া শুরু করতে হবে, পরিমাণ বুঝে।
১৫) ৪-৫ দিন পর মূল গাছের মাথার দিক কেটে দিতে হবে, যাতে নতুন করে কলম করা অংশ বৃদ্ধি পায় ।
১৬) যতদিন না চোখ অংশ থেকে পাতা বেরোয় ততদিন মূল গাছটির উপরের ডাল পাতা আস্তে আস্তে কেটে নিতে হবে, এতে নতুন কলম অংশ ভাল করে বৃদ্ধি পাবে।
১৭) ১৫-২০ দিন পর্যন্ত কোনও রকম রাসায়নিক সারের ব্যবহার করা যাবে না।
১৮) ৪০-৪৫ দিন পর কলম করা অংশ বড় হয়ে যাবে। নতুন পাতা গজাতে শুরু হবে।
১৯) ৩০ দিনের মাথায় খুব সাবধানে গ্রাফটিং টেপটি খুলে নিতে হবে।
২০) এবার একটি লাঠির সাহায্যে গাছটিতে সাপোর্ট দিতে হবে যাতে খুব হাওয়া দিলে গাছটি নুইয়ে না যায় ।সাধারণত গোলাপ আর লেবু গাছে এই কলম পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় থেকে। ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে এই প্রক্রিয়াটি সপন্ন করা যেতে পারে।
এই কলম পদ্ধতি অনুসরণ করলে চাষিভাইরা খুব সহজেই ভাল ফলন পেতে শুরু করবেন।

কৃষি রবি সম্মান প্রদান সাটসা-র

রাজ্যের ১২টি কৃষক গোষ্ঠীকে 'কৃষি রবি ২০২৩ সম্মান জানালো রাজ্য সরকারের কৃষি দফতরে কর্মরত কৃষি আধিকারিক ও বিজ্ঞানীদের সংগঠন স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (সাটসা)। গত ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি বিধাননগরে বিদ্যুৎ ভবনে সাটসার নবম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে এই সম্মান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দফতরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, কৃষি দফতরের প্রধান সচিব ওঙ্কার সিংহ মিনা, কৃষি অধিকর্তা পার্থ সেনগুপ্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী সংগঠনের সদস্য ও আধিকারিকদের রাজ্যের কৃষির সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে তাঁদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কৃষক দরদী সিদ্ধান্ত ও রূপায়ণের বিষয়টিও তুলে ধরেন। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কৃষি ও কৃষকের উন্নতিকল্পে সাটসা যেভাবে কাজ করছে ও যেভাবে আজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষক গোষ্ঠীকে কৃষি রবি সম্মাননা প্রদান করা হল তা একটি বিরল উদাহরণ বলেও কৃষিমন্ত্রী মন্তব্য করেন। পঞ্চায়েত মন্ত্রী জানান, কৃষকের আর্থিক উন্নতিতে সাটসার সদস্যরা নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ২০১১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে যে কৃষি কর্মযজ্ঞ চলেছে তার পুরোধা হিসাবে সাটসার সদস্যদের অবদান উল্লেখ করেন তিনি। কৃষি অধিকর্তা পার্থ সেনগুপ্ত গত কয়েক বছরের কৃষি দফতরের কাজের উন্নয়নের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। হাইব্রিড ভুট্টার চাষ সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আগামী ২০২৩ ও ২০২৪ বছরের জন্য সাটসা পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি হিসাবে শরদিন্দু পাল ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সুমন সেন নির্বাচিত হন ।সাধারণ সভার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত হিসাবে প্রয়াত অধ্যাপক তরুণ কুমার বসুর স্মৃতিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি একটি সেমিনারেরও আয়োজন করা হয়।

কিচেন গার্ডেনে নির্বিষ সবজি

বাজার থেকে সবজি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'বিষযুক্ত' হওয়ার সম্ভাবনা। সার ও কীটনাশক ব্যবহারও এর কারণ। তাই কিচেন গার্ডেনে জৈব পদ্ধতিতে সবজি চাষ করলে বিষমুক্ত ফলন পাওয়া যায়। পাশাপাশি, বেশি দামে বাজার থেকে সবজি কেনার প্রয়োজন পড়বে না। সংসার খরচে সাশ্রয় হবে অনেকটাই। বাজারে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে সবজি বাজারজাত করা যেতে পারে। একই সঙ্গে সবজিবাগানে ফলের গাছও লাগানো যায়। লিখেছেন দুর্গাপুরের সহ উদ্যানপালন আধিকারিক ড. দেবাশিস মান্না।

প্রথম পর্ব

বাড়ি সংলগ্ন বা রান্নাঘরের আশে-পাশের সবজি বাগান, যেখানে পরিবারের সকল সদস্য বিশেষ করে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সারা বছর বিভিন্ন রকমের শাক-সবজি ও ফলের চাষ করা হয়। এই বাগানকেই আমরা কিচেন গার্ডেন বলি।

কিচেন গার্ডেনের গুরুত্ব
১) বাজারের বিষযুক্ত সবজি থেকে রেহাই পেতে কিচেন গার্ডেনের সবজি ফলনের প্রয়োজনীয়তা আছে।
২) প্রতিনিয়ত সবজির বাজার দর ঊর্ধ্বমুখী, ফলে সাধারণ মানুষের ইচ্ছা থাকলেও বাজার থেকে পছন্দ মতো সবজি কেনা হয় না, তাই সেই চাহিদা কিচেন গার্ডেনের মাধ্যমে পুরণ করা সম্ভব।
৩) ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিষদ (ICMR) অনুযায়ী একজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুষের প্রতিদিন ৩০০ গ্রাম শাক-সবজি ও ৮৫ গ্রাম ফল খাওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে ১২৫ গ্রাম সবুজ পাতা জতীয় সবজি, ১০০ গ্রাম আলু বা কন্দ জাতীয় সবজি ও ৭৫ গ্রাম অন্যান্য সবজি খাওয়া দরকার। কিন্তু আমরা ভারতীয়রা গড়ে প্রতিদিন ১০০-১২৫ গ্রাম শাক-সবজি পেয়ে থাকি। কারণ সবজি ও ফলের গুণাগুণ সঠিক ভাবে না জানা এবং প্রয়োজনের তুলনায় কম উৎপাদনই এর জন্য দায়ী। অন্যদিকে, প্রয়োজনীয় ফলের চাহিদা পুরণের জন্য, সবজি বাগানের কোনও অংশে কয়েকটি ফলের গাছ- আম, পেঁপে, কলা, লেবু, সজনে গাছ লাগালে সবজির পাশাপাশি ফলের চাহিদাও পূরণ করা যায়।

ঘরোয়া সবজি বাগান বা কিচেন গার্ডেন থেকে আমরা কী কী পেতে পারি
ক) টাটকা সবজি প্রতিদিন পাওয়া যায়। ফলে প্রচুর পরিমাণে শর্করা, ভিটামিন, প্রোটিন, খনিজ লবণ পাওয়া যায়।
খ) বাড়ির আশেপাশে খালি জমি কাজে লাগানো যায়।
গ) অপুষ্টিজনিত রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
ঘ) বিষমুক্ত সবজি পাওয়া যায় ।ঙ) আর্থিক সাশ্রয় হয়।
চ) উদ্বৃত্ত সবজি বাজারে বিক্রয় করে স্বনির্ভরতা উপার্জনের পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে।
একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের প্রয়োজনীয় সবজি ফলনের জন্য ১ শতক জমির প্রয়োজন। এই হিসাবে একটি ৫ জনের পরিবারের জন্য কিচেন গার্ডেন করতে হলে নিম্নলিখিত জিনিস গুলি নজর রাখা দরকার:
১) খোলামেলা জমি/ রৌদ্র পড়ে এধরনের উঁচু বা মাঝারি জমির দরকার। মাটি দোঁয়াশ হলে ভাল, না হলে পরিমাণ মতো জৈবসার ও অন্যান্য দ্রব্য মিশিয়ে উর্বর করে নিতে হবে। জমিতে জল নিকাশ ও সেচের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে।